সংবাদ

তারিখ ... 10 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ কলাম ... ২ ...

# না'গঞ্জ ছাত্রদলের নতুন কমিটিতে অছাত্র বেশি থাকায় ক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটি নিয়ে ছাত্রদলের সাধারণ নেতা-কর্মীরা ক্ষুব্ধ। জেলা ছাত্রদলের ৮১ জনের নতুন কমিটিতে এগারজন ও ছাত্র নেই। নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হাসান রোজেলসহ অধিকাংশই অছাত্র, পেশাদার খুনি, ফেন্সিডিল বা জুট ব্যবসায়ী বলে অভিযোগ ছাত্রদল কর্মীদের।

প্রায় মাস দু'য়েক আগে মোশাররফ হোসেনকে সভাপতি এবং জাহিদ হাসান রোজেলকে সাধারণ সম্পাদক করে জেলা ছাত্রদলের কমিটি গঠন করা হয়। সে থেকেই ছাত্রদলের একটি অংশ এর প্রতিবাদে মিছিল, সমাবেশ, বিবৃতি অব্যাহত রাখে। সম্প্রতি ৮১ সদস্যবিশিষ্ট জেলা ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ ছাত্রদল মূলত দু'টি গ্রুপে বিভক্ত। একদিকে দেওভোগ গ্রুপ অন্যদিকে মিলনপাড়া গ্রুপ। জেলা ছাত্রদলের সভাপতি,

ক্ষোভ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

## ক্ষোভ ঃ থাকায়

( ১২ পৃষ্ঠার পর )

সাধারণ সম্পাদকসহ ৮১ জনের কমিটিতে দেওভোগ গ্রুপ একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে।

সোমবার সকালে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে জেলা ছাত্রদলের নতুন কমিটিতে অছাত্রদের অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে তোলারাম কলেজ ছাত্রদল ও নারায়ণগঞ্জ কলেজ ছাত্রদলের উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সমাবেশে আসা তোলারাম কলেজের অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র ও ছাত্রদলের সাধারণ কর্মী নূরনবী সিদ্দিক নতুন কমিটি সম্পর্কে বলেন, কয়েক মাস আগে জেলা ছাত্রদলের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও বর্তমান সংসদ সদস্য শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানি, সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ও বর্তমান মন্ত্রী আমান উল্লাহ আমান, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি সাহাব উদ্দিন লাল্টু উপস্থিত ছিলেন। কাউন্সিলে ঘোষণা দেয়া হয়, সভাপতি বা সেক্রেটারি পদে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাদের ন্যূনতম গ্রাজুয়েট হতে হবে। অথচ সাধারণ সম্পাদক পদ পাওয়া রোজেল এসএসসি পাস করেনি। বিএনপি ক্ষমতায় আসার আগে সে ছিল প্রেসের কর্মচারী আর এখন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক। সে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে যে কাগজপত্র দিয়েছে, কেন্দ্রীয় নেতা এসএম ফিলামী তদন্ত করে দেখেন যে এ কাগজপত্র ভুয়া। সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কারণে বিভিআর দ্বারা সে গ্রেপ্তার হয়। সে আবার কিভাবে জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হয় তা বুঝতে পারি না।

প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ কলেজের ছাত্রদলের আহ্বায়ক রশিদুর রহমান রুপো, প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি কেএম মাজহারুল ইসলাম যোসেফ। আরও উপস্থিত ছিলেন ছাত্রনেতা এস আলম হাজীব, মোহাম্মদ সুমন, লুৎফুর রহমান, নূর নবী সিদ্দিক, আবুবক্কর সিদ্দিক হাসান প্রমুখ।

বক্তৃতায় তারা বলেন, ৮১ জনের ছাত্রদলের কমিটির মধ্যে ১১ জনের ছাত্রত্ব আছে কিনা সন্দেহ। এদের অধিকাংশই পেশাদার খুনি, ফেন্সিডিল ব্যবসায়ী বা জুট ব্যবসায়ী। ছাত্রদলের কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদক পদে এমএইচ মামুন ও মোশাররফ সভাপতি পদে এবং জাহিদ হাসান রোজেল ও মাতকুল ইসলাম রাজিব, সেক্রেটারি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ভোটাভুটি হয় কিন্তু কে কত ভোট পেয়েছে তা না জানিয়ে নেতৃবৃন্দ ব্যালট বাক্স নিয়ে গাড়িতে তোলেন এবং ঘোষণা করেন মোশাররফ সভাপতি ও রোজেল সাধারণ সম্পাদক।